R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
অফসেটে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক, সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এভারেষ্ট
এ্যাসবেসটস শীট
বৈশিষ্ট্যতায় ভরা, কয়েক দশক ধরে সকলের প্রিয়।
মহকুমার একমাত্র পরিবেশক—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোননং—৪

৬৪শ বর্ষ
১২শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৮ই শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৮৪ সাল।
৩রা আগষ্ট, ১৯৭৭ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

জঙ্গিপুর সাব-জেল জেল হওয়া উচিত নয় ঃ কারামন্ত্রী

বিশেষ প্রতিনিধি, ১ আগষ্ট—রাজ্য কারা ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় আজ জঙ্গিপুর সাব-জেল পরিদর্শনের পর এক সাক্ষাৎকারে বলেন, জঙ্গিপুর সাব-জেল পরিকল্পনা বহির্ভূত জেল; কাজেই এটা জেল হওয়া উচিত নয়। এর শৌচাগার ভীষণ খারাপ, ভেতরে জায়গাও কম। এখানে বন্দী থাকার কথা ২৩, সে জায়গায় এখন আছেন ৬৪ জন। মহকুমা শাসক তাঁকে জানিয়েছেন, কয়েকদিন আগে ৯২ জন বন্দী এখানে ছিলেন। কারামন্ত্রী বলেন, জেল সম্প্রসারণের নির্দেশ দিয়ে গেলাম। শৌচাগার মাস কয়েকের মধ্যে সংস্কার করা হবে। ২৩ এর বেশী যাঁরা বন্দী রয়েছেন, তাঁদের বহরমপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হবে। বন্দীরা এ প্রস্তাবে রাজী হয়েছেন। কারামন্ত্রী আর একটি প্রশ্নের উত্তরে জানান, পঞ্চায়েত আইন বদলাবার কথা ভাবা হচ্ছে। আগামী বছর জানুয়ারী মাসে পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগে পঞ্চায়েত মারফৎ গ্রামের রাস্তা, নালা প্রভৃতি সংস্কারমূলক কাজের জন্য হেল্‌থ ও পি ডব্লু ডি বিভাগ থেকে ব্যয় বরাদ্দের এক শতাংশ টাকা পঞ্চায়েতগুলিকে দেওয়ার প্রস্তাব আছে। এ প্রস্তাব মন্ত্রীসভার বৈঠকে অনুমোদন লাভ করলে কার্যকর হবে। অবশ্য বাজেট অধিবেশনের আগে কিছুই বোঝা যাবে না।

জেল পরিদর্শনের পর কারামন্ত্রীকে রঘুনাথগঞ্জ ছায়াবাণী সিনেমা হলে আয়োজিত এক সভায় বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দ্বিতীয় দফার বন্যা প্রথম দফার ভয়াবহতাকে অতিক্রম করতে পারে

গতবারের মত এবারের বন্যার প্রথম দফায় ভয়াবহতা না থাকলেও আগষ্ট সেপ্টেম্বর মাসে বন্যার দ্বিতীয় দফা আরও ভয়ংকর হয়ে উঠবে বলে স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। এক সাক্ষাৎকারে মহকুমা শাসক মীরা সেনগুপ্ত, সেকেণ্ড অফিসার শান্তিগোপাল দত্ত একযোগে বার বার সেই আশঙ্কাই ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা সেই দ্বিতীয় দফার আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। মহকুমা শাসকের মতে, কেন্দ্রীয় সরকার অতি দ্রুত এ ব্যাপারে মাথা না ঘামালে হয়ত জঙ্গিপুর মহকুমার মানচিত্র বদলে যাবে। ভাঙনের

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দ্বারকার বাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত

সাগরদীঘি, ৩১ জুলাই—গতকাল আলিনগর ও বাগড়িপাড়ার মধ্যবর্তী এলাকায় কান্দী মহকুমার সাঁকোরঘাটের কাছে দ্বারকা নদীর বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় খড়গ্রাম, নবগ্রাম ও সাগরদীঘি থানা এলাকার বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। পাকা সড়কে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। গতকাল এখানে সরকারী সূত্রে এ খবর জানা গেছে। সাগরদীঘির বিডিও জানিয়েছেন, দ্বারকা নদীর বাঁধ ভেঙে যাওয়ার ফলে সাগরদীঘি ব্লকের তেলাঙ্গল, যোগপুর এবং ডাঙাপাড়া গ্রামের বহু ফসলী জমি ভেসে গিয়েছে। গাম্ভীরার বন্যার জলের সঙ্গে গতকাল দ্বারকার জল মিশে গিয়ে এই এলাকা সমুদ্রের রূপ নিয়েছে। গ্রামবাসীরা আজ সকালে জানিয়েছেন, গত রাত্রে ডাঙাপাড়া গ্রামের তিনটি পাড়ায় বন্যার জল ঢুকে গিয়েছে। আর একটি পাড়া অবশিষ্ট আছে। বন্যার জল হু হু করে বাড়ছে। সাগরদীঘির এম এল এ হাজারী বিশ্বাস জানিয়েছেন, বন্যাপীড়িত ডাঙাপাড়া গ্রামে জলবন্দী মানুষদের উদ্ধার এবং ত্রাণের জন্য প্রয়োজনীয় ত্রাণ-সামগ্রী নিয়ে সি পি এম-এর একটি টিমকে আজ সকালে সেখানে পাঠানো হয়েছে।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দুরবস্থা

সাগরদীঘি, ১ আগষ্ট—বছর দুয়েক আগে ইনজিনীয়াররা সাগরদীঘি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি পরীক্ষা করে রিপোর্ট দিয়েছিলেন, এ আর চলবে না, এর সংস্কার প্রয়োজন। সরকার কোন ব্যবস্থা নেননি। আর এবার স্থানীয় বিধানসভা সদস্য হাজারী বিশ্বাস গত সপ্তাহে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি পরিদর্শন করে জানিয়েছেন, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ঘরগুলির অবস্থা শোচনীয়, ছাদ চুঁয়ে জল পড়ছে যে কোন সময় ভেঙে যেতে পারে। পরিবেশ নোংরা, চারদিক আবর্জনাময়। এখানে আরো একজন নার্স এবং দু'জন ডাক্তার প্রয়োজন। পোষ্টিং আছে তিনজন ডাক্তারের, আছেন মাত্র একজন। ব্লকের সূর্যপুর এবং গৌরীপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র দুটিতেও ডাক্তার প্রয়োজন; কারণ সেখানে কোন ডাক্তার নাই, কাজ চালাচ্ছেন ফার্মাসিসট। সব স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই ওষুধ অপ্রতুল। তিনি ডাক্তার, নার্স, রোগী এবং অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেছেন অভাব-অভিযোগ নিয়ে এবং এ সম্পর্কে একটি রিপোর্ট রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করেছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এই ব্লকের বন্যেশ্বর উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি নির্মাণের পর প্রায় এক বছর ধরে অবহেলিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। দরজা-জানালা চুরি গিয়েছে এবং সমাজবিরোধীদের আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অচলাবস্থা

ধুলিয়ান, ১ আগষ্ট—'আমার নিরাপত্তার অভাব এবং কর্মীদের স্বার্থরক্ষার তাগিদে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখা হল'—সামসেরগঞ্জ ব্লকের অনুপনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক এই মর্মে এক বিজ্ঞপ্তি টাঙিয়ে গত ২৯ জুলাই থেকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি বন্ধ করে দিয়েছেন। বিপ্লবী যুব সংস্থার সামসেরগঞ্জ—ফরাক্কা থানা কমিটির পক্ষ থেকে উল্লিখিত ঘটনার পর রেডিওগ্রাম মারফৎ রাজ্য স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে, ২৯ জুলাই থেকে অনুপনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রোগীরা অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েছেন। ওই বার্তায় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দ্রুত হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করা হয়েছে।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জীবাণু সার
এ্যাজোটোব্যাকটর
ধান চাষের
খরচ কমায় ও ফলন বাড়ায়
প্রস্তুতকারক. মাইক্রোবস ইণ্ডিয়া. ৮৭, লেনিন সরণী, কলি-১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই শ্রাবণ বুধবার, সন ১৩৮৪ সাল।

মাভৈঃ মন্ত্র

সেই একই সুরে কথা ; সেই কথার পুনরাবৃত্তি। সারা ভারতে যত মুনাফাখোর এবং মজুতদার রহিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে। জিনিসপত্রের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধিতে সকলেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা আজ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। দিবস-রজনী তাঁহাদের কাছে চরম দুর্যোগপূর্ণ। এই অভিশপ্ত সময় হইতে উদ্ধারের আকুলতা কেবল নৈরাশ্যের অন্ধতায় নিমজ্জিত।

মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে সকলেই অত্যাবশ্যক জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধিতে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিয়াছেন। আর সেই সঙ্গে সরকারী বণ্টনব্যবস্থা জোরদার করিবার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সুষ্ঠু সরবরাহ বর্তমান সমস্যা সমাধানের একটি উপায় বলিয়া তাঁহারা মনে করেন।

কিন্তু এহ বাহ্য। সুদূর অতীত হইতে একই কথা বহুবার শ্রুত হইয়া আসিতেছে। ভাষা পৃথক হইলেও তাহার 'স্পিরিট' একই। কালোবাজারী, মুনাফাখোর, মজুতদারদের ত বহু বাগ্‌বিভূতে সপিণ্ডীকরণ করা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহারা প্রেতত্ব পরিহার করা দূরে থাকুক, রক্তমাংসের দেহ ধারণপূর্বক অবলীলাক্রমে স্বাভীষ্ট সিদ্ধ করিতেছে। কত হুঁশিয়ারী, কত আইন প্রয়োগের হুমকীকে তাহারা অপক্ক কদলী প্রদর্শন করিয়াছে। প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, সরকারী সব ব্যবস্থাই তাহাদের নিকট চোঁড়াসাপের ন্যায় নির্বিষ। আলোচ্য সময়েও তাহার ব্যত্যয় হইবে কি ?

মাঝে মধ্যে ইহাও শুনা যায় যে, জনগণকে প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিয়া দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক করিতে হইবে। প্রশাসনিক ক্ষমতা আইনের ক্ষমতা বণ্টন ব্যবস্থা; সরবরাহ ব্যবস্থা প্রভৃতি কোল্ডষ্টোরে থাকুক। আর জনগণের প্রতিরোধ দ্বারা খুন-জখম-হৈ-হাঙ্গামা শুরু হউক, যাহা অনিবার্য। এ এক অপূর্ব কল্পনাবিলাস।

সুখের কথা, মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন যে, জিনিসপত্রের দাম কমাইতে কেন্দ্রীয় সরকার কিছু ব্যবস্থা লইয়াছেন। ইহার সুফল আগামী চার-পাঁচ মাসের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যাইবে বলিয়া তিনি আশা করেন। ভারতে প্রধান দুই ধর্মীয় অনুষ্ঠান পবিত্র ইদলফেতর এবং পূজা মরশুমে সর্বসম্প্রদায়ের মানুষের নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের মূল্য চূড়ান্ত মাত্রায় বাড়াইয়া অকল্পনীয় মুনাফা লাভে দুর্ভাগা ব্যবসায়ীকুলকে লুটিবার সুযোগ দিয়া চার-পাঁচ মাস পরে অর্থাৎ মওকাকাল অন্তে দাম কমান হইলে ব্যবসায়ীরা শায়েস্তা যাহা হইবেন এবং জনগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস যাহা ফেলিবেন, তাহা একবার বাস্তব আলোকে ভাবিতে দোষ কী ?

কনষ্টবলের বিরুদ্ধে কুকীর্তির অভিযোগ

রঘুনাথগঞ্জ, ৩ আগষ্ট—রঘুনাথগঞ্জ ফাঁড়ির কনষ্টবল ভবেশ পোদ্দারের বিরুদ্ধে কুকীর্তির অভিযোগ আনা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। খবরে প্রকাশ, ২৯ জুলাই রাত্রে তিনজন কনষ্টবল মিঞাপুরে পুরনো চামড়া গুদামের কাছ থেকে তিনজন উদ্বাস্তু মেয়েকে রিকসায় করে নিয়ে এসে গোপালনগরের কাছে জোড়াসাঁকোয় উলঙ্গ করে। পরে ওই রিকসাতে করেই তাদেরকে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের সামনে নিয়ে আসে এবং তাদের কাছে টাকা পয়সা যা ছিল, সব কেড়ে নিয়ে তাড়িয়ে দেয়। মেয়েরা ওই রাত্রেই কয়েকজন লোককে সঙ্গে করে রঘুনাথগঞ্জ থানায় আসে অভিযোগ জানাতে। তারা কনষ্টবল ভবেশ পোদ্দারকে সনাক্ত করে। কিন্তু থানায় তাদের এজাহার নেওয়া হয় না এবং ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। পরদিন সকালে তারা আবার থানায় আসে এবং ভবেশ পোদ্দারের বিরুদ্ধে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে।

ফরাক্কার গ্রামে আবার খুন

ফরাক্কা, ১ আগষ্ট—এই থানার চিলামারা গ্রামে গতকাল কমলকান্ত সিংহ নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন পুলিশী সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার সময় কমলকান্ত মাঠে গরু চরাচ্ছিলেন। হঠাৎ দু'জন লোক তাঁকে আক্রমণ করে এবং ধারালো অস্ত্রের আঘাতে তাঁর মাথাটি শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

মুর্শিদাবাদে আই এফ এ-র প্রাথমিক খেলা অনুষ্ঠানে বাধা—ষ্টেডিয়াম না অন্য কিছু ?

বিমান হাজরা ঃ মুর্শিদাবাদ জেলা পশ্চিমবাংলার খেলাধুলার জগতে পিছিয়ে রয়েছে। বিশেষ কোরে ফুটবলে—এ অভিযোগ আমার নয়, জেলার একজন প্রবীণ ফুটবল খেলোয়াড়ের। গত কয়দিনে বেশ কয়েকজন ফুটবল খেলোয়াড়ের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলে তাঁদের কাছ থেকে যা জানতে পারা গেছে তার সারমর্ম দাঁড়ায় : উপযুক্ত কোচ, পর্যাপ্ত অনুশীলন এবং ঐক্যের অভাবে জেলার ক্রীড়া জগতে, বিশেষতঃ ফুটবলে, চরম দৈন্যদশা নেমে এসেছে। অথচ এই জেলাতেই পলটন, বাবলু মিত্র, বেণী এককালে বেশ দাপটের সঙ্গে খেলেছেন, সুনাম কুড়িয়েছেন। বর্তমানে কলকাতার 'এ' ডিভিসন ফুটবলের আসরে জেলা থেকেই বিভিন্ন দলে রথেন গুহ, সুধাংশু দাস, গৌরাঙ্গ কর্মকার প্রমুখরা স্থান ক'রে নিয়েছেন। কিন্তু তবুও ফুটবলে এ দৈন্যদশা কেন ? বহরমপুরে হুইলার শীল্ড ও ওয়াই এম এ টুর্ণামেন্ট বহুদিন থেকে চালু রয়েছে। বাইরের বহু সংস্থা এই টুর্ণামেন্টগুলিতে অংশ নেন। কলকাতা 'এ' ডিভিসনের বহু নামী খেলোয়াড় বিভিন্ন খেলায় অংশ নেন। হিন্দ, ভ্রাতৃ সংঘ, এফ ইউ সি, ওয়াই এম এ, ব্রজভূষণ প্রভৃতি বেশ কয়টি ক্লাব ও সংস্থা জেলার বুকে ফুটবলকে টিকিয়ে রেখেছেন। 'মুর্শিদাবাদ ক্রীড়া সংস্থা' নামে একটি প্রতিষ্ঠানে বহু সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তির নামও রয়েছে। কিন্তু তথাপি ফুটবলে মুর্শিদাবাদের দৈন্যদশা কাটেনি। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, কেন ?

খেলোয়াড়দের সঙ্গে কথা বলে যে অভিযোগটা সবচেয়ে বেশী কানে লেগেছে তা হোল, আর্থিক অস্বচ্ছলতায় উপযুক্ত কোচ ও অনুশীলনের অভাব। মাঠ আছে, গ্রামে-গঞ্জে বহু খেলোয়াড় ছিটিয়ে-ছড়িয়ে রয়েছেন কিন্তু তাঁদের একত্রিত করার কোন প্রচেষ্টা সরকারী বা বেসরকারী মহলের নেই। জেলার ফুটবলটা যেন খুব বেশী বহরমপুর কেন্দ্রীক হয়ে পড়েছে। দু চার জন মহকুমা থেকেও জেলার বুকে খেলাধুলা করেন। তবে তা নিতান্তই নগণ্য।

তাই জেলার ফুটবলের উন্নয়নে সর্বাগ্রে যেটা প্রয়োজন তা হল উঠতি খেলোয়াড়দের নিয়মিতভাবে কলকাতার ফুটবল দেখানো। তার থেকে তারা অনেক কিছু জানতে পারবে, শিখতে পারবে এবং নিজেকে অনেকখানি তৈরী করে নেওয়ার সুযোগ পাবে। আজ সেইজন্যই জেলার বিভিন্ন প্রান্তে, জেলার বুকে আই এফ এ শীল্ডের প্রাথমিক খেলা অনুষ্ঠানের দাবী সোচ্চার হয়েছে।

ষ্টেডিয়াম নেই। খুব সত্যি কথা। মুর্শিদাবাদে ষ্টেডিয়াম নির্মাণের দাবী যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায্য। বাঁকুড়ায় ষ্টেডিয়াম রয়েছে, মালদা'য় ষ্টেডিয়াম হয়েছে অথচ মুর্শিদাবাদে ষ্টেডিয়াম নির্মাণের কথা রাজ্য সরকারের সুবিবেচনায় স্থান পায়নি। এর জন্য ক্রীড়ামহলে প্রচণ্ড ক্ষোভ রয়েছে। এবং সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তবুও একটা জিজ্ঞাসা উঁকি-ঝুঁকি দেয়, তা হোল—কেবল ষ্টেডিয়ামের অভাবই কি আই এফ এ-র প্রাথমিক খেলা অনুষ্ঠানের পক্ষে বাধা ? এ যুক্তি শুধু আমি কেন জেলার ক্রীড়াজগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন মানুষই মেনে নেন না। তাই ষ্টেডিয়ামের দোহাই পেড়ে অনুশোচনা অর্থহীন।

দ্বিতীয়তঃ মাঠের অভাব এই খেলা অনুষ্ঠানে কোন বাধাই হতে পারে না। কেন না, বহরমপুরে বেশ কয়েকটি সংস্থার মাঠ ছাড়াও সরকারের নিজস্ব বিশাল মাঠ রয়েছে। সেখানে একসঙ্গে বেশ কয়টি ফুটবলের আসর বসার উপযোগী জায়গাও রয়েছে। কাজেই এ অনুযোগও ধোপে টেকে না।

তৃতীয়তঃ আর্থিক সমস্যা। খেলা অনুষ্ঠানে বিরাট খরচ সমলানোর ঝুঁকি কেউ নিতে রাজী নন। এ দায়িত্ব একক-ভাবে কারো পক্ষে নেওয়া সম্ভবও নয়। তবে এটা ঠিক, হাজার হাজার টাকা খরচ করে যখন জেলার বুকে বিশ্বের দীর্ঘতম সাঁতার প্রতিযোগিতা হতে পারছে তখন অস্থায়ীভাবে ষ্টেডিয়াম নির্মাণে এই খেলা অনুষ্ঠানে বাধা দূরীভূত হতে পারবে না কেন ?

তাই আমার বিশ্বাস জেলার বুকে আই এফ এ-র খেলা অনুষ্ঠানের বাধা উপরোক্ত কোনটাই নয়। সবচেয়ে বড় বাধা হোল ঐক্য এবং উদ্যোগের অভাব। এর অবসান প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের শুভ জন্মোৎসব

উৎসব অনুষ্ঠানে মুর্শিদাবাদ / সত্যনারায়ণ ভকত

'অনাদির আদি গোবিন্দ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ। এই শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা এই দুই লীলার সর্বসমষ্টি শক্তিসম্পন্ন যিনি, তিনিই শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগদ্বন্ধু। আমি সেই রে, আমি সেই, জানলি?' উক্তিটি স্বয়ং জগদ্বন্ধু-সুন্দরের। এক দিন তিনি পূর্ববঙ্গের নারায়ণগঞ্জের পথে ষ্টীমারে যেতে যেতে স্বীয় স্বরূপতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন তাঁর প্রিয় ভক্ত নবদ্বীপ দাসজীকে। সেদিনের তাঁর এই উক্তি তাঁকে চিনে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট; বিশ্লেষিত স্বীয় স্বরূপতত্ত্ব চিরভাস্বর। এছাড়াও ঢাকার তৎকালীন প্রসিদ্ধ সাধু ত্রিপুলিন স্বামী প্রভু ভক্তদের কাছে প্রভুর পরিচয় চাইলে প্রভু নিজের হাতে আত্মপরিচয় লিখে দিয়েছিলেন: 'হরি, নাম—জগদ্বন্ধু, জন্ম—মাহেন্দ্রক্ষণ, মুর্শিধাভাদরাজ, চারি হস্ত পুরুষ, মহা-উদ্ধারণ, হরি মহাবতারণ।' এই সেই প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর, যাঁর আবির্ভাব ধাম মুর্শিদাবাদ জেলার ডাহাপাড়া গ্রাম। উৎসবের পীঠস্থান।

১২৮৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসের সীতা নবমী তিথিতে প্রভুর মঙ্গলময় আবির্ভাব ঘটে। বাবার নাম দীননাথ ন্যায়রত্ন, মায়ের নাম বামাসুন্দরী দেবী। প্রভুর আবির্ভাব সম্পর্কে একটি গল্প প্রচলিত আছে। উৎসব অনুষ্ঠানের বর্ণনা দেওয়ার আগে সেই গল্পটি এখানে বলে নেওয়া দরকার। কারণ, 'বাঙালী বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান' ডাহাপাড়া ধামের সঙ্গে প্রভুর আবির্ভাব এবং পরবর্তীকালে উৎসবের জন্ম—উভয়ই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

দীননাথ ন্যায়রত্ন ছিলেন পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার গোবিন্দপুর গ্রামের বাসিন্দা। ডাহাপাড়া গ্রামে আসেন ভট্টাচার্য বাড়ির টোলের পণ্ডিত হয়ে। তাছাড়াও তিনি তৎকালীন বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার কালেকটর বঙ্গাধিকারী ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সভাপণ্ডিত ছিলেন। দীননাথবাবুর স্ত্রী বামাসুন্দরী দেবী একদিন স্বপ্নে দেখেন, জ্যোতির্ময় পুরুষ তাঁকে বলছেন, 'সংসারটা অধর্মে পরিপূর্ণ হয়ে গেল, আমি শিগ্‌গির হরিনাম প্রচারের জন্য আসবো।' এই ঘটনার কিছুদিন পর একদিন বঙ্গাধিকারীর বাড়িতে অন্নপ্রাশন উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত হন স্বামী-স্ত্রী। বামাদেবী তখন অন্তঃসত্ত্বা। উৎসব শেষে ব্রাহ্মমুহূর্তে বাড়ি ফিরে তাঁরা দেখেন, দিব্যজ্যোতি এক শিশু ঘর আলো করে ধূলায় গড়াগড়ি দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বামাদেবী কোলে তুলে নেন ওই শিশুকে এবং তখনই তাঁর গর্ভলক্ষণ অন্তর্হিত হয়। সেই শিশুই শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর। প্রভুর আবির্ভাব, গল্প অনুসারে, সম্পূর্ণ অলৌকিক। পরবর্তীকালে প্রভু নিজেই তাঁর আবির্ভাব সম্পর্কে বলেছেন, 'আমি অযোনি সম্ভব'।

ডাহাপাড়া প্রভুর আবির্ভাব ধাম, লীলাক্ষেত্র গোবিন্দপুর। দুই বাংলার ৬০/৭০ জায়গায় প্রভুর আশ্রম তৈরী হয়েছে। তার মধ্যে মুখ্য এ দুটিই—ডাহাপাড়া ও গোবিন্দপুর। তিনি ডাহাপাড়া আসেন বার তিনেক। একবার মস্তক মুণ্ডন করতে, একবার ঝুলনলীলা করতে; আর একবার ভক্ত অতুলচন্দ্র চম্পটিকে নিয়ে। চম্পটিকে নিয়ে তিনি যেদিন ডাহাপাড়া শ্রীধামে আসেন, সেদিন তিনি নিজের জন্ম-স্থানকে প্রণাম করে চম্পটিকে বলেন, 'এই আমার জন্মস্থান শ্রীধাম ডাহা-পাড়া।' এখন তাঁর আবির্ভাব স্থানে মন্দির তৈরী করা হয়েছে। মন্দিরে প্রভুর একটি তৈলচিত্র রাখা আছে। মন্দিরে রোজ পূজো হয়। পূজোর নিয়ম ভোরে মঙ্গলারতি, এক ঘণ্টা মহানাম কীর্তন, সেবা পূজো, বাল্য-ভোগ, দুপুরে রাজভোগ, বিকেলে শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ, বন্ধুসুন্দরের লীলা-কথা আলোচনা, সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি, মহানাম কীর্তন, ভোগরাগ, সবশেষে প্রভুর শয়ন। শয়ন অর্থাৎ রাত্রে প্রভুর ছবিকে আসনে শুইয়ে দেওয়া হয়, ভোরে তোলা হয়। এ সবের মূল কথা বন্ধুসুন্দরের লীলামাধুর্য স্মরণ, মনন, আস্বাদন এবং বিতরণ। এটা উৎসবেরও সারকথা।

ডাহাপাড়ায় উৎসবের জন্ম হয়েছে ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে। শ্রীধাম প্রতিষ্ঠা করেছেন শ্রীপাদকুঞ্জ দাসজী। তিনি তাঁর মহানাম মালা গ্রন্থে প্রভু সম্পর্কে এক জায়গায় লিখেছেন:—

ব্রজেতে থাকিত গোধন চরাত,
এসেছিল নদে'পুরে।
(এবার) এল ডাহাপাড়াপুরে
বন্ধু নাম ধরে
চিনলিনে কুঞ্জ ওরে।

ত্রিশ বিঘে এলাকা জুড়ে রয়েছে এই শ্রীধাম। বাগান, পুকুর, গোয়ালঘর, মন্দির, নিত্যদিন ভোগ মন্দির, সমাধি আছে; আর আছে শান্তি, মৈত্রী, নিরলস প্রচেষ্টা, সখ্যতা আরো কত কি। 'নিত্যদিন ভোগ মন্দিরে' রোজ ভক্তসেবা হয়। ছায়াঘেরা নির্জন পরিবেশে সাধকদের সমাধি। অদূরে শ্রীধাম এলাকার পরেই হীরাঝিল এলাকা। হীরাঝিল ও শ্রীধামের মাঝ বরাবর চলে গিয়েছে ফরাক্কা—রাম-নগর বাদশাহী মেঠো সড়ক। শ্রীধাম থেকে প্রায় এক মাইল পূর্বে ভাগীরথী তীরে শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের মস্তক মুণ্ডন লীলা অঙ্গন। মন্দিরের ঠিক সামনে ভাগীরথী নদী। ওপারে অর্থাৎ ভাগীরথীর পূর্ব পারে মুর্শিদাবাদ শহর, প্রসিদ্ধ হাজারদুয়ারী-ইমামবারা। মন্দিরটি ডাহাপাড়া গ্রামে অবস্থিত। মন্দিরে রয়েছে কাঠের তৈরী প্রভুর একটি মূর্তি। তিনি একবার মস্তক মুণ্ডনের জন্য এখানে এসেছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে এই মন্দিরের একটি প্রস্তর ফলকের গায়ে। প্রস্তর ফলকে লেখা রয়েছে:—

'চন্দ্ররে চন্দ্র' মধুকণ্ঠে ডাক শুনি
ক্ষৌরকার বাহিরে এল।
'মুণ্ডন করহ' বলি বন্ধুহরি ভূমির
উপর বসিয়ে পল॥
এত মনোহর কেশপাশ তব কেন
ফেলাইবে বুঝিতে নারি।
ক্ষুর হাতে লয়ে এত বলি চন্দ্র কাঁপিতে
লাগিল থর থর করি॥
'বিলম্ব করো না' কহে বন্ধুহরি
কাজ করে চন্দ্র যন্ত্রের মত।
এক সিকি রাখি উঠিলেন প্রভু
ভাগীরথী বক্ষে স্নানেতে রত॥

শ্রীধাম ডাহাপাড়ায় শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের জন্মোৎসব চলে নয় দিন ধরে। উৎসবের প্রথম দিনের অনুষ্ঠান শুভ অধিবাস কীর্তন। দ্বিতীয় দিন সেই সীতা নবমী তিথি, এই তিথিতেই প্রভুর আবির্ভাব ঘটে। দ্বিতীয় দিন থেকে তিন দিন ধরে চলে শ্রীশ্রীমহানাম কীর্তন। এই দিনেই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা এবং আসামের তেজপুর, গৌহাটী; বিহারের টাটানগর; উত্তর প্রদেশের লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ প্রভৃতি জায়গা থেকে প্রভুর ভক্ত এবং অনুরাগীরা শ্রীধামে আসেন। পাঁচ এবং ছয় দিনের দিন শ্রীবন্ধুলীলা কীর্তন অর্থাৎ তাঁর রূপ, গুণ ও লীলা-মাধুর্য কীর্তন হয়। সাত-আট দিনে শ্রীপদাবলী কীর্তন এবং শেষ দিনে নগর কীর্তন ও সর্বসাধারণের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। নগর কীর্তন উৎসবের একটি প্রধান আকর্ষণ। এই কীর্তন ডাহাপাড়া গ্রাম এবং মুর্শিদাবাদ শহর পরিক্রমা করে। উৎসবের নটা দিন রোজই ১২।১৩ হাজার লোক খাওয়ানো হয়। ওই ক'দিন দৈনিক ৩০ মণ চাল, ৫ মণ ডাল এবং আনুষঙ্গিক তরীতরকারী রান্না হয়। শ্রীধাম প্রাঙ্গণ এই ক'দিনে লক্ষাধিক ভক্ত সমাগমে গমগম করে। প্রভুর নামগানে কল্লোলিত হয় উৎসব-অঙ্গন। বৈষ্ণবরা একে অপরকে সম্বোধন করেন 'জয় জগদ্বন্ধু' বলে। এখানে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সম্পর্কে ভাই-বোনের। উৎসবের সময় পুলিশ, স্বাস্থ্য ও রেল দপ্তরের সহযোগিতা ও সাহায্য পাওয়া যায়। উৎসবটি আগা-গোড়া চলে ভিক্ষের টাকায়। এখানে প্রভুর প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হন না কেউ। আগে এখানে শুধু উৎসবের ক'টা দিন ট্রেন থামতো। তখন কোন ষ্টেশন ছিল না। এখন ডাহাপাড়া ধাম নামে ষ্টেশন তৈরী হয়েছে, নিয়মিত ট্রেন থামছে ১৯৭৭ সালের ২১ ফেব্রু-য়ারী থেকে। এর ফলে ভক্তদের বেশ সুবিধা হয়েছে। বৈদ্যুতিক আলোও পৌঁছে গেছে শ্রীধামে। সব মিলিয়ে উৎসবের মর্যাদা এবং আকর্ষণ যথেষ্ট বেড়ে গেছে।

শ্যামাদাসীর ক্লাব বদল

মির্জাপুর, ৩১ জুলাই—শটপাট নিক্ষেপে অদ্বিতীয়া শ্যামাদাসী ঘোষ শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাব ছেড়ে দিয়ে সম্প্রতি নবভারত স্পোরটিং ক্লাবে যোগদান করেছে। গত বৈশাখ মাসে সে অশোক উপাধ্যায় নামে এক যুবকের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে।

সাঁই সমিতির সেবা

সাগরদীঘি, ৩১ জুলাই—সাগরদীঘি সাঁই সমিতি সম্প্রতি পোপাড়ার একটি রাস্তা সংস্কার করেছেন। গতকাল তাঁরা স্থানীয় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রোগীদের ফলমূল বিতরণ করেন।

কৃষি সম্প্রসারণ সমষ্টি উন্নয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন, বহু কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি

বিশেষ প্রতিনিধি, ৩ আগষ্ট—মুর্শিদাবাদ জেলার কৃষি সম্প্রসারণ (এ ই ও) শাখাকে সমষ্টি উন্নয়ন (বিডিও) থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। আগে এ দুটি এক সঙ্গে ছিল। জেলা মুখ্য কৃষি আধিকারিক অমলেন্দু সরকার ১ জুন থকে পৃথকীকরণ কার্যকর করেছেন। ১৯৭৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে রাজ্য সরকার কৃষি সম্প্রসারণকে সমষ্টি উন্নয়ন থেকে পৃথক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে সেই সিদ্ধান্ত হুগলী ও নদীয়া জেলায় কার্যকর হয়েছিল। এবার মুর্শিদাবাদ জেলাতেও তা কার্যকর হল। সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে এ খবর দিয়ে সাগরদীঘি ব্লকের কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক জানিয়েছেন, এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে অনেক সুবিধা হয়েছে। কৃষি কর্মীরা পুরোপুরি চাষের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। তার ফলে ১৯৭৫ সালের পর থেকে কৃষি উৎপাদনে অগ্রগতি ঘটেছে। এখন গ্রামসেবকদের কৃষি-কাজ ছাড়া অন্য কিছু করতে হয় না। শুধু তাই নয়, গ্রামসেবকদের সমষ্টি উন্নয়ন থেকে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগে নিয়োগ করা হয়েছে। এর ফলে জেলায় বহু গ্রামসেবকের পদ খালি

(৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

এই খরিফে ধান চাষে ফলন বাড়ান

ধান আমাদের প্রধান ফসল। ধান চাষে সাফল্যের ওপর আমাদের আর্থিক উন্নতি অনেকখানি নির্ভর করে। আপনার জমির মাটি আমাদের দিয়ে বিনাখরচে পরীক্ষা করিয়ে নিয়ে, তার ফলাফলের ভিত্তিতে সার প্রয়োগ করুন। এতে আপনার খরচ বাঁচবে, ফলন বাড়বে, লাভ অনেক বেশি হবে। আপনার জন্য সুফলা ও ইউরিয়া সার পর্যাপ্ত পরিমাণে আপনার এলাকার এফ সি আই ডীলার-এর কাছে পৌঁছে গেছে। বীজতলা তৈরি থেকে শুরু ক'রে শস্য পরিচর্যা, সার প্রয়োগ—ধান চাষের সমস্ত পর্যায়ে আপনাকে সাহায্য করতে আমরা প্রস্তুত।

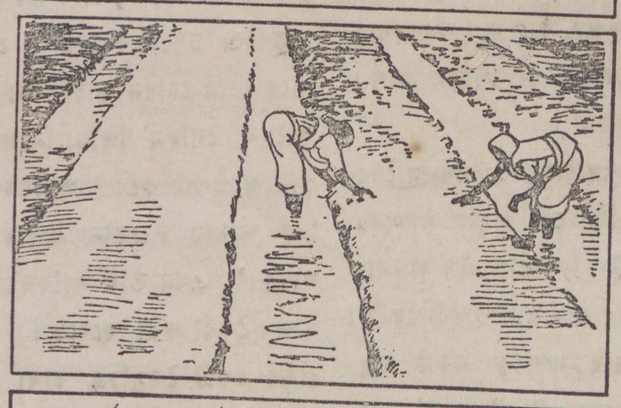

অধিক ফলন ও বাড়তি লাভের জন্য

সুফলা

ইউরিয়া

সার প্রয়োগ করুন

FCI

দি ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড

পূর্বাঞ্চল বিপণন বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চল, দুর্গাপুর-১২।

শাখা কার্যালয় : মুচিপাড়া, দুর্গাপুর, বর্ধমান ● ৩বি, ক্যামাক স্ট্রীট, কলিকাতা-৭১ ● ক্ষুদিরাম বোস রোড, মেদিনীপুর ● শহীদ সূর্য সেন স্ট্রীট, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ ● বিধান রোড, শিলিগুড়ি, উত্তরবঙ্গ।

Progressive/FCI (D) 1/77

কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তিনি একটি উদাহরণ দিয়ে বলেন, সাগরদীঘি ব্লকে ১৪,৭৮৬ জন কৃষক আছেন। অঞ্চল আছে ১০টি। গ্রামসেবক ছিলেন ১০+১ জন। এখন কৃষি সম্প্রসারণ আলাদা হয়ে যাওয়ায় সমষ্টি উন্নয়নের ৭ জন গ্রামসেবককে তিনি নিয়েছেন, ৩ জনকে বিডিও রেখেছেন। ফলে ব্লকে ৭ জন এবং কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগে ৩ জন মোট ১০ জন গ্রামসেবকের পদ কেবল সাগরদীঘি ব্লকেই খালি হয়েছে। এভাবে জেলার সব কটি ব্লকে বহু গ্রামসেবকের পদ ১ জুনের পর থেকে খালি রয়েছে এবং বহু কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গ গ্রামসেবক সমিতির মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এক চিঠিতে তাঁরা জানিয়েছেন, 'সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগের আমলাদের প্রচেষ্টায় ব্লক প্রশাসন থেকে কৃষি শাখাকে পৃথক করার চক্রান্তের প্রতিবাদে ৩ জুলাই লালবাগে, ১০ জুলাই জঙ্গিপুরে এবং ১৭ জুলাই কান্দী মহকুমায় পশ্চিমবঙ্গ গ্রামসেবক সমিতির আহ্বানে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচিবের স্পষ্ট নির্দেশ উপেক্ষা করে জেলা মুখ্য কৃষি আধিকারিকের অন্যায় আদেশ জেলার নিবিড় চাষে নিযুক্ত গ্রামসেবকদের কৃষি বিভাগের আওতায় নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং এই আদেশ বাতিল করার দাবি জানানো হয়।' সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, সমিতির আহ্বানে জেলার গ্রামসেবক-সেবিকারা ২২ জুলাই জেলা শাসক ও মুখ্য কৃষি আধিকারিক সমীপে গণ স্মারকলিপি পেশ করেন এবং ব্লক প্রশাসন থেকে কৃষি শাখাকে পৃথক করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

ইটের আঘাতে মৃত্যু

সাগরদীঘি, ৩১ জুলাই—এই থানার মথুরাপুরে গতকাল রাজ্জাক সেখের নিক্ষিপ্ত ইটের আঘাতে জিল্লার রহমান নামে একজন গ্রামবাসী নিহত হয়েছেন। পুলিশ সূত্রের এই খবরে প্রকাশ, ঘটনার আগের দিন মোষ দিয়ে জমির ফসল খাওয়ানোকে কেন্দ্র করে উভয়ের মধ্যে বচসা হয় এবং তারই জের টেনে গতকাল রাজ্জাক জিল্লারকে লক্ষ্য করে ইট ছুড়ে মারে। ইটটি জিল্লারের বুকে আঘাত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু ঘটে।

অপবাদ এড়াতে আত্মহত্যা : গত ২১ জুলাই সাগরদীঘি থানার বালিয়া গ্রামে জনৈকা তরুণী বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। জানা গেছে, গ্রাম্য বিচারে সম্প্রতি তার ওপর এমন অপবাদ চাপানো হয়েছিল যার পর ভদ্রসমাজে তার আর বেঁচে থাকার উপায় নাকি ছিল না। অপর এক সংবাদে প্রকাশ, এই থানারই চাঁদপাড়া গ্রামের বাহা হেমব্রম (২৪) নামে একজন আদিবাসী রমণী উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেছে। শ্বশুর বাড়ি গেলে তার সঙ্গে পারিবারিক কলহ হয় এবং বাড়ি ফিরে সে এই কাণ্ডটি করে বলে জানা যায়।

কাঁঠালের মধ্যে সাপ

সাগরদীঘি, ৩১ জুলাই—দিন কয়েক আগে সাগরদীঘির হাট থেকে একজন লোক একটি ফাটা কাঁঠাল কিনে বাড়ি ফিরছিল। সেই কাঁঠালের মধ্যে একটি ছোট বিষাক্ত সাপ ছিল যেটি বাড়ি ফেরার পথে লোকটির ঘাড়ে বার বার কামড়াচ্ছিল। ঘাড়ে কাঁঠালের কাঁটা বিঁধছে মনে করে সে লক্ষ্য করেনি। কিছুদূর যাওয়ার পর পথেই সে ঢলে পড়ে এবং মারা যায়। পরে পথচারীরা কাঁঠালটি ভেঙে সাপটিকে দেখতে পায়।

এখন দুর্গাপুর সিমেন্ট
২১·৫০ পঃ মূল্যে
পাওয়া যাচ্ছে
মাঙ্গিলাল মুন্দ্রা (ষ্টকিষ্ট)
জঙ্গিপুর ফোন—২১
সৌজন্যে : **মুন্দ্রা বস্ত্রালয়**
জঙ্গিপুর ফোন—৩৯

শিশুর মত গাছের যত্ন নিতে হবে

সাগরদীঘি, ৩০ জুলাই—জঙ্গিপুর মহকুমা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর আয়োজিত ২৮তম বনমহোৎসব এবার সাগরদীঘি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহকুমা শাসক মীরা সেনগুপ্ত, প্রধান আতিথ্য গ্রহণ করেন এম এল এ হাজারী বিশ্বাস। বিডিও ভুজঙ্গভূষণ সাহা জানান, কাজুবাদাম, সেগুন, মেহগনি প্রভৃতির ১৬৫টি চারা নিয়ে আসা হয়েছে। তার মধ্যে ৫৭টি চারা আজ পোঁতা হয়েছে। বাকী চারাগুলি মনিগ্রাম বনবিভাগে রাখা হয়েছে, যাঁরা নিতে ইচ্ছুক বিডিওর কাছ থেকে পারমিট নিয়ে তাঁরা চারা নিতে পারেন। এ ই ও নজরুল ইসলাম জানান, গতবার ৫০০ চারা নিয়ে আসা হয়েছিল, সেগুলি নষ্ট হয়েছিল। মহকুমা শাসক বলেন, স্কুলের ছেলেমেয়েদের মত গাছের চারা-গুলিকে বড় করে তুলতে হবে, এদের যত্ন নিতে হবে শিশুদের মত। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ব্রতচারী নৃত্য, নৃত্যনাট্য, বৃক্ষবন্দনা প্রভৃতি পরিবেশন করে।

পরলোকে পীনাদি

ধুলিয়ান, ৩০ জুলাই—ধুলিয়ানের সর্বজনপ্রিয় পীনাদি আর নাই। ১৮ জুলাই রথযাত্রার দিন তিনি পরলোক-গমন করেছেন। মৃত্যু কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বৎসর। আবাল-বৃদ্ধবনিতা পীনাদিকে এক কথায় চিনত। সিনেমা, সারকাস, থিয়েটার, যাত্রা এমন কোন অনুষ্ঠান নাই যেখানে পীনাদিকে দেখা যেত না। ভাল বাঙলা ছবির খবর পেলে ১০ মাইল হেঁটে যেতেও কোন আপত্তি ছিল না। সেই পীনাদিকে দেখা যেত পাড়ার লোকের দুঃখে অঝোরে কাঁদতে এবং সুখে সবার আগে আনন্দ করতে। পীনাদিকে সকলে সম্বোধন করত সাংবাদিক বা রিপোরটার বলে। কারণ, যে কোন ঘটনার রসাল বিবরণ তাঁর কাছে হুবহু পাওয়া যেত। তাঁর কাছে পর কেউ ছিল না। সকলকে তিনি আপন করে নিতে পারতেন।

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর
(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)
ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

টেলিফোন হয়রানি

নিজস্ব সংবাদদাতা : টেলিফোন বিলের টাকা মিটিয়ে দেওয়ার পরও টেলিফোন বিভাগ গ্রাহককে কিভাবে বেকায়দায় ফেলে হয়রান করতে পারেন তার একটি নমুনা-খবর পাওয়া গিয়েছে সাগরদীঘিতে। প্রকাশ, সাগরদীঘির টেলিফোন গ্রাহক জগন্নাথ ভকত ১৯৭৬ সালের সেপটেম্বর-অকটোবর মাসের বিল নভেম্বর মাসের নির্দিষ্ট তারিখে মিটিয়ে দেওয়ার পরও জুনিয়র ইনজি-নীয়র ফোন কান্দী থেকে ডিম্যানড নোটিশ দিয়ে জানানো হয় যে, তাঁর বিলের টাকা বাকী পড়ে আছে সেজন্য লাইন কেটে দেওয়ার দরুণ বিলের সঙ্গে ২৫ টাকা জরিমানা দিতে হবে। এ বছর ফেব্রুয়ারী মাসের সাত তারিখে তাঁর লাইনটি কেটে দেওয়া হয়। তিনি এ ব্যাপারে সাগরদীঘি অটো টেলিফোন একসচেনজ জঙ্গিপুরের বিভাগীয় পরি-দর্শক এবং কান্দীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে বার বার জানিয়েও কোন সদুত্তর পাননি। শেষ পর্যন্ত তিনি কলকাতায় টেলিফোন বিভাগের ডেপুটি ইনজি-নীয়ারের শরণাপন্ন হন এবং সশরীরে সেখানে গিয়ে জানতে পারেন যে, পাঁচ মাসের মাথায় তাঁর লাইনটি ডিসচারজ করা হয়েছে। অথচ তিনি জানান, লাইন কেটে দেওয়ার পর ছ'মাসের মধ্যে কোন গ্রাহককে ডিসচারজ করার নিয়ম নাই। যাই হোক তিনি সেখানে কাগজপত্র দেখিয়ে বিষয়টির নিষ্পত্তি করেন এবং এ মাসের সাত তারিখে তাঁকে পুনরায় লাইন দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাছে তিনি জানতে চাইছেন, কান্দীতে অফিস থাকা সত্ত্বেও যদি টেলিফোনের জন্য জেলার গ্রাহক-দের কলকাতায় গিয়ে হয়রান হতে হয়, তবে কান্দীতে জুনিয়র ইনজি-নীয়রের অফিস রাখার মানে কি ?

আতপ রোচে না মুখে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩ আগষ্ট—বহুদিন থেকে জঙ্গিপুর মহকুমার রেশন দোকানগুলোতে কার্ড হোল্ডারদের আতপ চাল সরবরাহ করা হচ্ছে। অথচ সরকারের ঘরে বহু পরিমাণে সিদ্ধ চাল মজুত রয়েছে। এ খবর নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক খাদ্য সরবরাহ বিভাগের জনৈক সরকারী কর্মচারীর। বিলিকৃত আতপ চালের মানও অত্যন্ত নিকৃষ্ট। তাছাড়া দীর্ঘদিন ধরে আতপ চাল খেতে খেতেও তারা ক্লান্ত। বাম সরকার ও বাম নেতাদের এই সমস্যা সমাধানের জন্য মহকুমার মানুষ অপেক্ষমান।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অচলাবস্থা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ঘটনার পশ্চাদপট সম্পর্কে আর এস পি-র সামসেরগঞ্জ-ফরাক্কা কমিটির সম্পাদক নন্দলাল সরকার জানিয়েছেন, অনুপনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসকের কাজে অনীহা, রোগীদের কোন রকম পরীক্ষা না করে এবং নিজে না দেখে ওষুধ দেওয়া প্রভৃতির অভিযোগ পেয়ে তিনি এক রোগিণীকে নিয়ে হাসপাতালে উপস্থিত হন এবং ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। চিকিৎসক উত্তেজিত হয়ে তাঁকে মারতে উদ্যত হন এবং ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন। নন্দলাল-বাবু সামসেরগঞ্জ থানায় এই মর্মে এক অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেছেন বলেও জানিয়েছেন। তিনি আরো জানান ঘটনা সম্পর্কে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং এস ডি এইচ ও ২৯ জুলাই সন্ধ্যায় তদন্ত করেছেন। তদন্তকালে প্রকাশ পেয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসকের ভুল চিকিৎসার ফলে বহু শিশু মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হবার পূর্ব মুহূর্তে মারা যায়। অভিজ্ঞ নার্সরা এর প্রতিবাদ করলে চিকিৎসক তাঁদের ধমক দেন।

জঙ্গিপুরে কারামন্ত্রী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

থেকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। সম্বর্ধনার উত্তরে কারামন্ত্রী বলেন, মন্ত্রী বদল করে গদী বদলানো যায়, বিধানসভায় বিধান পালটানো যায়; কিন্তু শোষণের ব্যবস্থাকে বদলানো যায় না, শেষ লড়াই বিধানসভায় হয় না। শেষ লড়াই হয় কলে-কারখানায়। তাই তিনি সেবা ও আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে তরুণদের কাজে নামতে বলেন। তিনি বলেন, শুধু মন্ত্রীসভার ওপর নির্ভর করলে চলবে না, জনসাধারণকে সদা-জাগ্রত থাকতে হবে।

দ্বিতীয় দফার বন্যা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ফলে ধুলিয়ানসহ শত শত গ্রাম দু-তিন বছরের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হবেই। সব কিছু জেনে শুনেও তারা নিতান্ত অসহায়। গুজিরপুরের মত বাঁধকে হয়ত মাটি দিয়ে টিকিয়ে রাখা যায় কিন্তু একটি মহকুমাকে রক্ষার কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা স্থানীয় কর্তাদের নেই। ভাঙন ও বন্যার ভবিষ্যৎ আশঙ্কার কথা জানিয়ে ১৯৭৫ সালে তৎকালীন এস ডি ও এন ভি জগন্নাথন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এক রিপোরট পাঠান। রিপোরটে 'ধুলিয়ান বিপদের মুখে পড়বেই' এ ধরনের মন্তব্য করা হয়। পুরাণো 'ধুলিয়ান গঙ্গা' শহরটি ৫২-৫৩ সালেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় জগন্নাথন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মত একটি স্থায়ী প্রকল্প নির্মাণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। পরে ভাঙন প্রতিরোধ বিভাগ থেকে একটি প্রকল্প কেন্দ্রের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে কোন সবুজ সংকেত দেখাননি। অপ্রতিরোধ্য ভাঙন চলতে থাকলে জঙ্গিপুরের বিপদ ঘটবে কেন্দ্রের কাছে এ বার্তাও গেছে বিভিন্ন সময়ে, বেশ কয়েকবার।

বন্যার প্রথম দফায় এ মহকুমায় যে সমস্ত এলাকা প্লাবিত হয়েছিল সেই সব এলাকা থেকে জল আপাততঃ নেমে গেছে। এবারের বন্যায় ক্ষতি-গ্রস্ত ব্লকগুলির মধ্যে রয়েছে, সুতি ১, ২, সাগরদীঘি, সামসেরগঞ্জ ও রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক। ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা-গুলি হোল ফরাক্কা, সামসেরগঞ্জ, সুতি ২ ও সাগরদীঘি ব্লক। স্থায়ী প্লাবিত এলাকাগুলি হোল বংশবাটী, নাজিরপুর, ডাঁই, আলোয়ানী, হারোয়া। নৌকা ছাড়া এ সব অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ বহুদিন থেকেই বিচ্ছিন্ন। হাজার হাজার একর জমি প্লাবিত। এ সব জমিতে আগে ফসল হোত। এখন ফসলও হয় না উপরন্তু জোর করে খাজনা আদায় করা হয়। এই এলাকায় লুথার সংস্থা যে গৃহগুলি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন তার অবস্থা শোচনীয়। ঘর ছেড়ে তারা এখন ত্রিপলের তলায় রাস্তার ধারে এসে আশ্রয় নিয়েছে।

সর্বশেষ সংবাদঃ মঙ্গলবার মহকুমার সর্বশেষ বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে জানা গেছে, ধুলিয়ানে গঙ্গার একটি স্পার ভেঙে গেছে, বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে এবং জল বাড়ছে। প্রবল বর্ষণে জঙ্গিপুর পুর এলাকার ১২, ১৩, ১৪ এবং ১৫নং ওয়ার্ডের ব্যাপক অংশ জলমগ্ন হয়। পাম্প দিয়ে সেই জল বের করা হচ্ছে।

Advertisement

Applications are invited for the following posts of Deshbandhu Jatindas Subdivisional Library, Jangipur, P. O. Raghunathganj, Dt. Murshidabad :—

LIBRARIAN.

Candidate must be graduate of any recognised university. A Diploma in Librarianship is essential. Preference will be given to the candidate having experience of at least 5 years in Librarianship.

The pay scale is Rs. 237-7-300-8-404 (E. B. after 8th and 16th stages) plus usual allowances under the rules.

2. DURWAN-NIGHT GUARD.

Preference will be given to the candidate who has worked in such post earlier. The Pay scale is Rs 130-1-145-2-165 (E B. after 8th and 16th stages) plus other allowances admissible under the rules.

The candidates should apply within 10 days from the publication of this advertisement to the Chairman, Deshbandhu Jatindas Subdivisional Library, Jangipur, P. O. Raghunathganj, Dt. Murshidabad.

Sd/Chairman. 28. 7. 77
Deshbandhu Jatindas Sub. DL. Library,
Jangipur & Subdivisional Officer,
Jangipur.

Issued by the District Information and Public Relations Officer, Murshidabad.

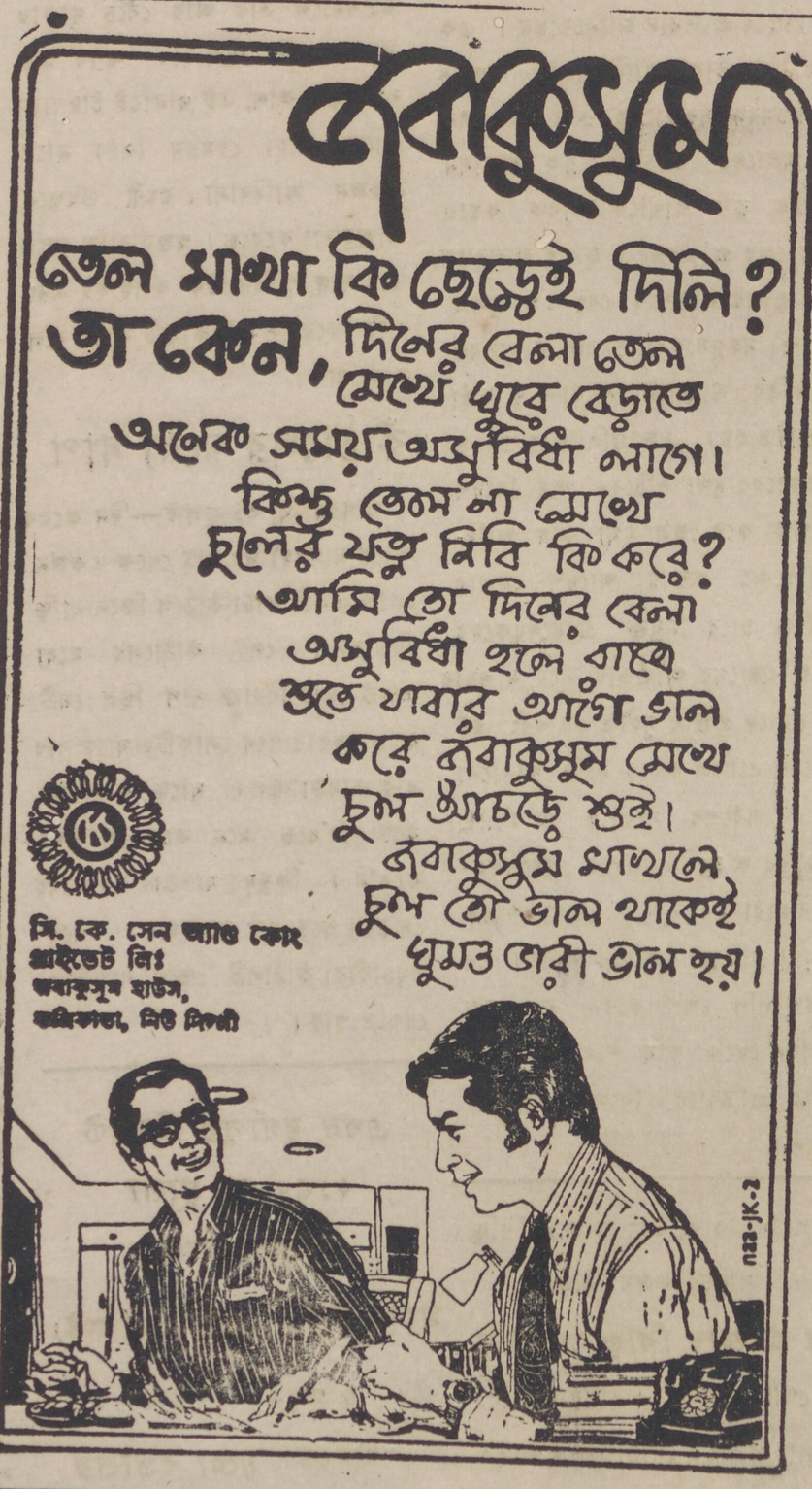

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।